যুগান্তর

তারিখ 0 5 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালচার ইউনিভার্সিটি বন্ধের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

অবৈধভাবে গড়ে উঠা ইন্টারন্যাশনাল কালচার ইউনিভার্সিটি (আইসিইউ) বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অবৈধ ঘোষণার প্রক্রিয়াও চলছে। সরকারি অনুমোদন না নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অনলাইনে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমফিল, পিএইচডি, মাস্টার্স ও ব্যাচেলর ডিগ্রি বিলিয়ে যাচ্ছে বলে মন্ত্রণালয়ে অসংখ্য অভিযোগ জমা পড়েছে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে এই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পিএইচডিসহ বিভিন্ন ডিগ্রি বিতরণের অভিযোগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে অনুসন্ধান চালিয়ে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েরও নির্দেশনা আছে।

ডিগ্রি অবৈধ ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, 'ইন্টারন্যাশনাল কালচার ইউনিভার্সিটির (ভার্চুয়াল অ্যান্ড রিসার্চ) সরকারের অনুমোদন নেই। উক্ত অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।'

এর আগে এ বিশ্ববিদ্যালয় বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের পরিচালক ওয়াহিদা মুসাররত অনিন্তা স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, ইন্টারন্যাশনাল কালচার ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তারা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং অনলাইনে পিএইচডি, এমফিল, মাস্টার্স ও ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রদান করছে— যা সম্পূর্ণ অবৈধ। দেশের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে অবিলম্বে ইন্টারন্যাশনাল কালচার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি অবৈধ ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি/পরিপত্র জারিসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। একটি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয়েছে। অপরটি হচ্ছে, ডিগ্রি অবৈধ ঘোষণা। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

রাজধানীর বনশ্রীর 'এ' ব্লকের প্রধান সড়কের আরমা কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকারসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের লোগো দিয়ে সাজানো। জাতিসংঘ, আইএআরসি, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি দিয়েছে বলে এতে দাবি করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ডিগ্রির জন্য ব্যয়ের খরচও উল্লেখ আছে। পিএইচডির জন্য ৩ লাখ ৩ হাজার আর এমফিলের জন্য ১ লাখ ৬ হাজার টাকা লাগে। এমফিলের জন্য প্রথম ২০ হাজার আর মাসিক সাড়ে ৬ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়। পিএইচডিতে এককালীন ২৫ হাজার ও মাসে ১০ হাজার টাকা ফি। এমফিলের থিসিস দিয়েই পিএইচডি ডিগ্রি পাওয়া যায়। থিসিস সুপারভাইজ করে দেশীয় ৫ জনের একটি টিম। জানা গেছে, ২০১১ সাল থেকে এ ইউনিভার্সিটি হিসেবে স্বীকৃতির জন্য ইউজিসিতে আবেদন করেই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায় নেমে পড়ে। অবৈধভাবে ডিগ্রি প্রদানের বিষয়ে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আখতার ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

কালচার ইউনিভার্সিটি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হোসেন ও উপ-পরিচালক জেসমিন পারভীন তদন্ত করেন। তাদের প্রতিবেদনের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যবস্থা নিচ্ছে। এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বিদেশী ডিগ্রি পাওয়ার আশায় হয়তো অনেকে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে। কেউ কেউ ডিগ্রি নিয়েছে। কিন্তু ওই সব ডিগ্রি কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হবে না। যারা এখানে ভর্তি হবে তারা প্রতারিত হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়ার কথা জানান তিনি।